দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

৫৫-তে পা রাখল ঢাবি সাংবাদিকতা বিভাগ

■ কবির কানন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ আজ ৫৫ বছরে পা দিয়েছে। ১৯৬২ সালের ২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা কোর্স দিয়ে যাত্রা শুরু করা বিভাগটিতে বর্তমানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি কোর্স চালু আছে। দেশের সাংবাদিকতা শিক্ষা ও গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা এ বিভাগটিতে বর্তমানে অ্যাকাডেমিক ও অবকাঠামোগত নানারকম সমস্যা রয়েছে বলে ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন। তবে বিভাগটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান বলছেন, বর্তমান বিভাগটি যুগ উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য সুসজ্জিত রয়েছে।

তবে বিভাগের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শ্রেণি কক্ষ সংকট, প্রযুক্তিগত সংকট, যুগোপযোগী সিলেবাস না থাকা, নতুন বইয়ের অভাব, ভিডিওগ্রাফি, ফটোগ্রাফি বিভাগে পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্যামেরার অভাব, শিক্ষার্থীদের লেখালেখি চর্চা করার জন্য কোনো অনলাইন কিংবা পত্রিকা না থাকাসহ সাংবাদিকতা বিভাগে অসংখ্য সমস্যা রয়েছে। একজন ছাত্র অভিযোগ করে বলেন, ভিডিওগ্রাফি সেকশনে তিনটা ক্যামেরা রয়েছে। বিভাগটিতে কোনো স্টুডিও নেই। সাংবাদিকতা বিভাগে যদি একটা স্টুডিও না থাকে তাহলে সেটা কেমন সাংবাদিকতা বিভাগ? সাংবাদিকতা চর্চা করার জন্য বিভাগের নিজস্ব কোনো মাধ্যম না থাকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আরেকজন ছাত্র বিভাগের সিলেবাস একঘেয়েমি অভিযোগ করে বলেন, তিন বছর ধরে উল্টো পিরামিড কাঠামো পড়তে আর ভালো লাগে না।

বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মফিজুর রহমান জানান, বিভাগটিতে এমএসএস পর্যায়ে যোগাযোগ অধ্যয়ন এবং সাংবাদিকতা অধ্যয়ন দুটি আলাদা স্ট্রিম করাসহ পরিবেশ সাংবাদিকতার সঙ্গে ক্লাইমেট সংযুক্তকরণ, আর্ট অ্যান্ড ইন্টারটেইনমেন্ট, গ্লোবাল জার্নালিসম কালচার, কোর্ট অ্যান্ড পার্লামেন্টারি রিপোর্টিং, স্পোর্টস জার্নালিসম, মাল্টিমিডিয়া জার্নালিসম, সায়েন্স রিপোর্টিং, মিডিয়া লিটারেসি অ্যান্ড অ্যাডভোকেসিসহ অনেকগুলো নতুন কোর্স সংযোজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রায়োগিক কোর্সগুলোর জন্য মিডিয়া ভিজিটে আমরা মাঠ পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাচ্ছি, নিউজ ডেস্ক বসিয়ে আমরা রিপোর্টিং শেখাচ্ছি। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সাংবাদিকদের এনেও সাংবাদিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করানো হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-লেখি করার 'এমসিজে নিউজডটকম' নামে একটি অনলাইন পোর্টাল কন্সট্রাকসনের পর্যায়ে আছে বলে জানান তিনি।

সাংবাদিকতা বিভাগের অধিকাংশ ক্লাসই কলাভবনের ১০৮৮ নং কক্ষে হয়। কক্ষটিতে কয়েকটি নষ্ট এসি রয়েছে। সম্প্রতি কক্ষটি সংস্কারের নামে শুধু চুনকাম করা হয়েছে। প্রচণ্ড গরমে রুমটিতে ক্লাস করতে ছাত্র-শিক্ষকরা অস্বস্তিতে পড়েন। কক্ষটি থেকে উৎকট গন্ধ বের হয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক মফিজুর ওই কক্ষে দুটি এসি পুনঃস্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত আছে বলে জানান।

সার্বিক বিষয়ে বিভাগটির শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিভাগটি সাংবাদিকতা শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত আছে। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিভাগটি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে অবদান রাখছে তা প্রশংসনীয়।

এদিকে, বিভাগ দিবস উপলক্ষে আজ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে সকাল ১১টায় র‍্যালি বের করা হবে। পরে আরসি মজুমদার মিলনায়তনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা ও বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।